Rs. 2.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : VIII Issue : VIII, 15th,NoV, 2019 কার্ত্তিক, ১৪২৬,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

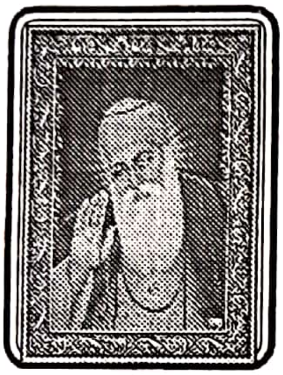

গুরুনানক

আবির্ভাব - ১৫.০৪.১৪৬৯

তিরোভাব ২২.০৯.১৫৩৯

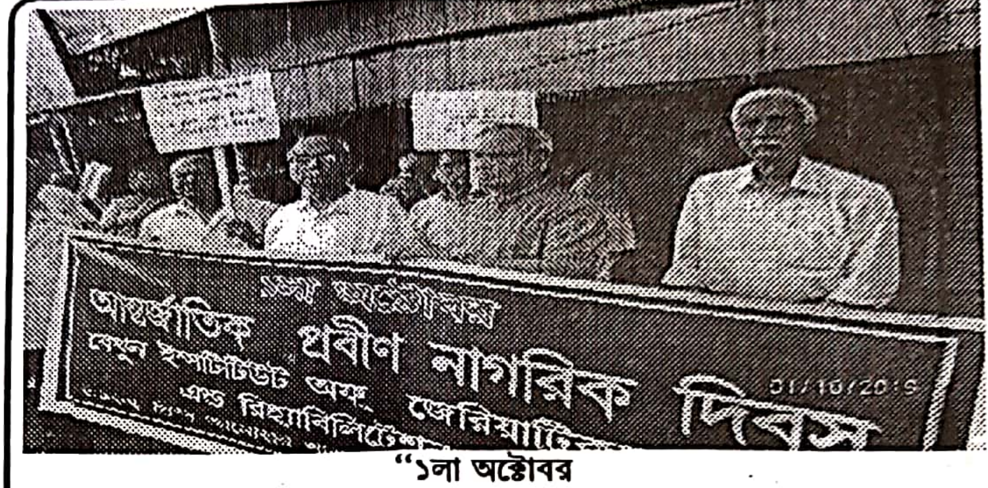

"১লা অক্টোবর

আর্ন্তজাতিক প্রবীণ নাগরীক দিবসে" আমাদের সংস্থার পদযাত্রা

গুরুনানক স্মরণে

অশোক রঞ্জন ধর

আর্বিভাব - ১৫ এপ্রিল, ১৪৬৯ তিরোধান-২২ সেপ্টেম্বর, ১৫৩৯ কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সারা পৃথিবীতে গুরু নানকের জন্মোৎসব পালিত হয়।

গুরুনানক লাহোরের তালবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (বর্তমান নানকানা সাহিব, পাঞ্জাব, পাকিস্তান)।পিতা কল্যাণ চাঁদ দাস বেদী মেহতা কালু নামে সমধিক পরিচিত)। মায়ের নাম মাতা তৃপ্তা। ৭ বছর বয়সে পিতা তাঁকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেন। নানকের বুদ্ধিমত্তা ও দৈবীভাবে শিক্ষক মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হন।

বাটালা শহরের মুলচাঁদ এবং চান্দো রানীর কন্যা মাতা সুলক্ষনীর সঙ্গে নানকের বিবাহ হয়।(২৪ সেপ্টেম্বর, ১৪৮৭)। তাঁদের দুই পুত্র শ্রী চাঁদ এবং লক্ষ্মী চাঁদ। পিতার শিক্ষায় আলোকিত শ্রীচাঁদ উদাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। শিখ ধর্মের দশজন গুরুর মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম গুরু। গুরু নানকের বাণী ৯৭৪ টি স্তোত্র ধর্মসংগীত পবিত্র গ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহেবে গ্রথিত আছে। গুরু গ্রন্থ সাহেব প্রতি গুরুদ্বারে পূজিত হয় এবং শিখধর্মের একাদশতম এবং শেষ গুরু হিসাবে মান্যতা প্রাপ্ত হয়।

গুরু নানক ১৪৯৬ সালে ২৭ বছর বয়সে গৃহ ত্যাগ করেন এবং ৩০ বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করেন।

গুরু নানক ভাই লেহনাকে তাঁর উত্তরাধিকারী, মনোনীত করে তাঁর নতুন নামকরণ করেন গুরু অঙ্গদ। এর কিছুদিন পরই গুরু নানক করতারপুরে (২২সেপ্টেম্বর ১৫৩৯) অমৃতলোকে যাত্রা করেন।

বিশ্ব প্রবীণ দিবস-এর অনুষ্ঠানের বিবরণ।।

রিপোর্টার - স্নেহাংশু চাকদার

নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ১ অক্টোবর, ২০১৯ মঙ্গলবার বিকাল ৪৩০মিনিটে বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষে ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক থেকে এক পদযাত্রায় আয়োজন করা হয়। ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ডসহ রিক্সা-মাইক নিয়ে পদযাত্রা শুরু হয়। পদযাত্রায় প্রথমে ৩০ জন এবং পরবর্তীতে লর্ডস এর মোড় থেকে আরও ৫/৬ জন যুক্ত হন। বেথুন ইন্সটিটিউটের সম্মুখে এসে পদযাত্রার সমাপ্তি হয়। পরবর্তীতে বিকাল ৫টায় বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে ডাঃ কৃষ্ণা হালদার-এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য্য।

সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র সম্মানীয় অতিথিবর্গকে মঞ্চে আহ্বান জানান এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে জয় ইউনিয়নের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল আজকের বেথুন ইন্সটিটিউট। তাদের সুদুর প্রসারী চিন্তার কথা উল্লেখ করে বলেন প্রবীণদের কল্যাণের লক্ষ্য নিয়ে এই বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সকলের সাহায্য নিয়ে বেথুন সীমিত ক্ষমতানুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। রং কলে ফিজিওথেরাপী, আকুপাংচারসহ ডাক্তারী পরিসেবা দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া রায়নগর, বাঁশদ্রোণীতে ক্লিনিক চলছে। প্রবীণদের ১০ শতাংশ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করছে। তাদের মাথার উপর ছাদ নেই, তাদের সাহায্য করার কেউ নেই। কিন্তু তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। এব্যাপারে সরকার বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহ তেমনভাবে এগিয়ে আসছেন না। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। প্রবীণদের সাহাযার্থে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে পি.আর.সি. এর কথা উল্লেখ করে বলেন তারা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। অন্যদেরকে এভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরবর্তীতে শুরু হয় সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান।

প্রখ্যাত অর্থপেডিক ডাঃ অমল ঘোষ-এর জীবনপঞ্জী এবং ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক পরিচালনায় তিনি যেভাবে আমাদের সহায়তা করে যাচ্ছেন তা বর্ণনা করেন শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী। ডাঃ ঘোষ-কে উত্তরীয়, ফুলের তোড়া, মানপত্র, স্মারক দিয়ে সম্মাননা জানান শ্রী দীপেশ মিত্র।

ডাঃ ঘোষ উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে সুস্থ থাকার করণীয় কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ দেন। প্রবীণদের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেন। তিনি বলেন প্রবীণদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক্স-রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্স-রে ক্লিনিক করা যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার পরামর্শ দেন। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে মাঝে, মাঝে অনুষ্ঠান করা হলে প্রবীণ ব্যক্তিগণ উপকৃত হবেন। তাছাড়া প্রবীণ ব্যক্তিরা কিভাবে ভাল থাকবেন তার জন্য কিছু পরামর্শ দেন। ধুমপান না করার উপকারিতা সম্পর্কে বলেন। প্রাতঃভ্রমণ করার পরামর্শ দেন। কি ভাবে চললে এবং কি খেলে ভাল থাকা যায় তা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেন। হাসি-ঠাট্টা, আড্ডা ইত্যাদির মাধ্যমে আনন্দে দিন কাটালে সুস্থ থাকা যায়। বেথুন ক্লিনিকের সাথে যুক্ত থেকে যথাসম্ভব সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করে তার বক্তব্য শেষ করেনে। তারপর শ্রী দেবী দাস তরফদার-এর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী পাঠ করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার। বর্তমানে তিনি গড়িয়া গণনাট্য সংঘের সাথে জড়িত। তিনি গণসঙ্গীত রচনা ও পরিবেশন করেন। তাকে উত্তরীয়, ফুলের তোড়া, মানপত্র, স্মারক প্রদান করে সম্মাননা জানান শ্রী দীপেশ মিত্র। সম্মাননা জানানোর পর তিনি গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সম্মাননা পর্ব শেষে শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী বলেন প্রবীণদের বিভিন্ন পরিসেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

সুনির্দিষ্ট কিছু দাবী আদায়ের জন্য প্রবীণদের সংগঠনগুলোকে নিয়ে ঐক্যমত গড়ে তুলতে আগামী ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ শনিবার পশ্চিম বাংলার সংগঠনগুলিকে নিয়ে একটি সম্মেলন অহ্বান করা হয়েছে, বিগত ২/৩ বছর

যাবৎ এক্স-রে ক্লিনিক করার জন্য চেষ্টা চলছ। আর্থিক দুর্বলতার জন্য এটা করা সম্ভব হচ্ছে না। এব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

বক্তব্যের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেন শ্রীমতি পুতুল মৈত্র ও শ্রী সচ্চিদানন্দ চৌধুরী। আবৃত্তির পর শ্রীমতি সেনগুপ্ত এর সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী।

আজো বিদ্যাসাগর

মৃণাল দত্ত

জাগরণের স্পর্শ ছিল এই বাংলায়
উনিশ শতকের আকাশে নক্ষত্রের আলো ছিলো,
চন্দ্র সূর্য এক সাথে একসুরে গেয়েছিল গান
তার নাম লেখা হল সাগরের বুকে।
লাঞ্ছিত বালিকার বুকজোড়া কান্না
বালিকা বিধবার বুকভরা ক্লেশ
অশিক্ষাও গাঢ় করেছিল অর্ধেক আকাশের...
উনিশ শতকী সময়ের কুৎসিত আঁধারে
রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন এনেছিল নবজাগরণ
একসাথে লিখেছিল সময়ের স্বরলিপি।
গভীর ভালোবাসা নিয়ে মুক্তির বাতাস এনেছিল দেশে
ঈশ্বরেরো সাধ্য ছিলনা রুখে দেয় তাকে
বিদ্যাসাগর -
শিক্ষা দিয়ে চেতনা দিয়ে আলো দেন আজো।

আমাদের দাবীগুলি - প্রাথমিক খসড়া

গৌতম রায় চৌধুরী

আমরা বয়স্করা নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিম্নলিখিত দাবীসমূহ নিয়ে সোচ্চার হতে চাই। রাষ্ট্রসংঘ ১৯৯১ সালেই এর যথার্থতা মেনে নিয়েছিল United Nations General Assembly সেই বছরই The United Nations Principles for Older Persons গৃহীত হয় এবং নীতি নির্ধারণের বিশ্ব লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয় ২০০১ সালে। দুঃখের বিষয় প্রায় দুই দশক অতিক্রান্ত হলেও কোনো রাজ্য সরকার (বর্তমান/পূর্বতন) বয়স্ক নাগরিক কল্যাণে নীতি প্রণয়ন করে উঠতে পারে নি। দুবছর আগে এই বিষয়ে এক সম্মেলনে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং একটি খসড়া নীতি রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু অদ্যাবধি বা প্রণয়ণ করা হয়নি। তাই আমরা সেই চিরাচরিত দাবীগুলি সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে চাই।

আমাদের দাবীগুলো ঃ-

আর্থিক নিরাপত্তা –

আমাদের প্রথম এবং সর্বপ্রধান দাবী সকলের জন্য সর্বনিম্ন পেনশন। ভারতের শতকরা ৯০ জন অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত, যাদের না আছে গ্র্যাচুইটি বা প্রভিডেন্ট ফান্ড। যে কৃষক মাঠে ফসল ফলাচ্ছে, যে মানুষটি শহরে রিক্সা চালাচ্ছে বা নির্মাণ কার্যে ইট বইছে, যে মজুরটি কারখানার বিষাক্ত পরিবেশে কাজ করছে, যে মহিলাটি সকাল থেকে সন্ধ্যা বাবুদের বাড়িতে খেটে মরছে, তাদের তো পঞ্চাশেই অবসর। কে দেখবে তাদের? তাই চাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য নুন্যতম পেনশন।

বয়স্ক নাগরিকদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি বিশেষ জমা প্রকল্প চালু করতে হবে, যার সুদের হার বাজার নিরপেক্ষ হতে হবে, অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদে অপরিবর্তিত রাখতে হবে।

যারা অবসরের পরও নতুন কোনো কর্মে নিয়োজিত হতে চান, তাদের জন্য ট্রেনিং এবং অন্যান্য সহায়ক ব্যবস্থা করতে হবে।

নির্দিষ্ট বয়সের পর (সাধারণত ৬৫) বয়স্ক নাগরিকরা ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারেন না। বয়সের দরুন এইসব বাধা-নিষেধ তুলে দিতে হবে।

স্বাস্থ্য চিকিৎসা —

আমাদের দ্বিতীয় এবং সম-প্রধান দাবী সকলের জন্য চিকিৎসা। ভারত রাষ্ট্র একটি ঘোষিত কল্যাণকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৭৮-এ আলমা আটা সম্মেলনে গৃহীত, ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য, প্রস্তাবে ভারত ছিল অন্যতম স্বাক্ষরকারী। আজ, ২০১৯-এ দাড়িয়ে আমরা বুঝতে পারছি কোনো সরকারই এই সবার জন্য স্বাস্থ্য প্রস্তাব বাস্তবায়িত করেনি। কিন্তু অনেক দেশই করেছে। যাদের

মধ্যে আমাদের পড়শি শ্রীলঙ্কা, তাইল্যান্ডও আছে। আমাদের দেশ বর্তমানে স্বাস্থ্যখাতে খরচ করে জি.ডি.পির মাত্র এক শতাংশ, যেখানে পৃথিবীর গড় প্রায় ৫ শতাংশ। স্বাস্থ্য কোনও ভিক্ষা নয়, সঙ্কীর্ণ রাজনীতি করার বিষয় নয়। স্বাস্থ্য এক উন্নত ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র গঠনের আবশ্যক উপাদান। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য একটি নাগরিক অধিকার এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

সকলের জন্য উপরোক্ত দাবী ছাড়াও বরিষ্ঠ নাগরিকদের কিছু বিশেষ দাবী আছে।

ক) প্রতিটি হাসপাতালে, সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে, প্রবীণদের জন্য সংরক্ষিত শয্যার ব্যবস্থা।

খ) প্রতিটি হাসপাতালে জেরিয়াট্রিকস্ চিকিৎসার ব্যবস্থা। ডিমেনশিয়া এবং অ্যালঝাইমা রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

গ) বয়স্কদের ব্যবহৃত ওষুধ এবং মেডিকেল বীমার ক্ষেত্রে জি এস টি লোপ করা।

ঘ) স্বাস্থ্যবীমাকে বয়স্ক নাগরিকদের জন্য আরও সহজ এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ করতে হবে।

ঙ) আরও বেশি বেশি দাতব্য প্রতিষ্ঠান, অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট প্রভৃতি গড়ে ওঠার জন্য সরকারের তরফ থেকে উৎসাহ দিতে হবে।

চ) সরকারকে বিভিন্ন মিডিয়ার সাহায্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিবিড় প্রচার চালাতে হবে।

গণপরিবহন —

আমাদের তৃতীয় দাবী গণপরিবহন উন্নত করা। শহর বা গ্রামে প্রবীণ নাগরিকদের সহজে এবং সস্তায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করা।

যে দাবীগুলি আর্থিক সম্পর্কিত নয়, সেগুলি দেশজুড়ে এখনই চালু করা হোক।

জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা —

আমাদের চতুর্থ দাবী নিরাপত্তা। এখন প্রবীণ নাগরিকরা সর্বাধিক নিগৃহীত হচ্ছেন নিজ পরিবারের মধ্যে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রের লিডিং খবর পুত্র-পুত্রবধূ/কন্যা-জামাতার হাতে বাবা-মা/ শ্বশুর-শাশুরিদের অত্যাচার। কারণ সম্পত্তি। এছাড়া আছে দায়িত্ব এড়াবার অসংখ্য উদাহরণ। এই বিষয়ের আইনগুলিকে যথাযথ প্রয়োগ।

আশ্রয় —

মাথার উপর ছাদ মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। ইন্দিরা আবাস যোজনাসহ সকল আবাসন প্রকল্পের কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ বয়স্ক নাগরিকদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। তাদের গৃহ নির্মাণ এবং গৃহ মেরামতির জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিটি জেলায় যথেষ্ট সংখ্যায় সরকারি বৃদ্ধাবাস গড়ে তুলতে হবে।

বিভিন্ন কর্পোরেশন বা মিউনি সিপ্যালেটিতে বয়স্ক নাগরিকদের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। সম্পত্তি হস্তান্তর, মিউটেশন, সম্পত্তি কর বা অন্যান্য বিষয়ে তাদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

অন্যান্য বিষয় —

১) প্রতিটি বয়স্ক নাগরিকদের আইডেন্টিটি কার্ড প্রদান।

২) পরিবহনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মাশুলে ছাড়।

৩) রান্নার গ্যাস এবং টেলিফোন সংযোগে বয়স্ক নাগরিকদের প্রাধান্য দেওয়া এবং তাদের অভিযোগগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করা।

৪) পরিবার গড়ে ওঠার পিছনে বয়স্ক বিশেষ করে বয়স্ক মহিলাদের বিশেষ অবদান আছে। এই অবদানের স্বীকৃতি বিশেষত বয়স্ক মহিলাদের সম্মানের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য সরকারি স্তরে নিবিড় প্রচার চালাতে হবে।

৫) বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, মেডিকেল কলেজসমূহ ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে Gerentological studies এবং Geriatric নিয়ে গবেষণা করার জন্য সরকারকে সাহায্য করতে হবে। গবেষণা জন্য যথেষ্ট টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য দেশের কর্পোরেট সংস্থাগুলির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৬) সর্বশেষে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, ১ অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ দিবস এবং ১৫জুন বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেতনতা দিবস - দিনদুটি যথাযথ মর্যাদা সহকারে জাতীয়, রাজ্য এবং ও ব্লক স্তরে পালন করতে হবে ও প্রবীণদের জন্য রাজ্যনীতি (State Policy for Older Persons) অবিলম্বে প্রণয়ন করতে হবে।

আমাদের দাবী জাতি-বর্ণ- ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেযে সংবিধান আমাদের যে সমানাধিকার দিয়েছে তা সুনিশ্চিত করা। প্রতিটি নাগরিকের সমানাধিকার স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন, খাদ্যাভ্যাস, প্রার্থনা-পূজা বা মত প্রকাশের সংবিধান প্রদত্ত পবিত্র অধিকারগুলোকে রাষ্ট্র এবং সরকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

আমরা জানি দাবী আদায়ে বহু পথ অতিক্রম করতে হবে। সে পথ অতি দুর্গম, কন্টকাকীর্ণ, পঙ্কিল কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। পথ চলা তো শুরু করতে হবে। তাই, শুরু হোক পথ চলা।

সিংহ পুরুষ

জগৎ বি. বসু

বিদ্যার তুমি সাগর, ওগো তুমি তো সিন্ধু করুণার
নিরক্ষর কি অনাথ আতুর তুমি তো বন্ধু সবাকার।
বাংলা ভাষা হ'লো সাবালক রচিলে বর্ণ-পরিচয়,
দেবভাষা শিখতে মোরা পেয়েছি তোমার বরাভয়।
সাক্ষর হ'য়ে ঘুচল সবার বর্ণেরই অনাহার।

সতীদাহ প্রথা, রুখল রাজা রামমোহন
ঘরে ঘরে চলে বিধবা পীড়ন,

করুণা-সিন্ধু উথ্‌লে উঠলে শুনে বিধবার হাহাকার
বিধবা - বিবাহ প্রচলন ক'রে ঘোচালে তাদের আঁখিধার

সংস্কার যতো বেড়ির মতো
গোঁড়ামিতে ভরা জঞ্জাল সেতো,
দু'হাতে তাদের ঘোচাতে তোমার
ঝরেছে রক্ত বারবার।।...

—ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক
জয় ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ ভবন
৯০/১, পি.জি. এইচ শাহ্ রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৯৫
যোগাযোগ - ০৩৩-২৪৭৩ ৯৬৪২ /
৯৬৭৪ ৫৫৩৪৭৭/ ৯৮৭৪৫ ৫৫৯১৯

সুলভে আধুনিক ফিজিওথেরাপী -

ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের
প্রতিদিন - সকাল ১০.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭টা।

- ডাক্তার চেম্বার -

অ্যালোপ্যাথি / হোমিওপ্যাথি,
আকুপাংচার

অর্থোপেডিক	ঃ **মঙ্গলবার**	- সন্ধ্যা ৬টা
	ঃ শনিবার	- বেলা ১টা
হোমিওপ্যাথ	ঃ বুধবার	- বিকাল ৫টা
	ঃ শুক্রবার	- বিকাল ৪টা
	ঃ শনিবার	- বেলা ১২টা

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

**বেথুন ইন্সটিটিউট অফ্ জেরিয়াট্রিকস
রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন
সেন্টার এর উদ্যোগে**

বরিষ্ঠ নাগরিক অধিকার সচেতনা সম্মেলন

স্থান — বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহ
(সংস্থার দ্বিতলে)

তারিখ — ২১শে ডিসেম্বর, ২০১৯
সময় — সকাল ১০টায়

সম্মেলনে অংশগ্রহন করতে বরিষ্ঠ নাগরিকদের
আমন্ত্রণ জানাই।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি,দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
দুরাভাষঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, ‘একতা হাইটস’ এর পাশে
দূরভাষ - ২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৭-৮টা)

কম খরচে
রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক
পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর.সি. সহায়তা ১০টাকা

১) ডঃ বিপ্লব আচার্য-এম.এস. (অর্থোপেডিক) সোম ও শুক্র সন্ধে ৭টা -৯টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা - ৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা - ৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম.ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্টও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার ৮টা - ৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন ——————

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

-ঃ সম্পাদকীয় ঃ-

উৎসবের মরশুম শেষ। সবাইকে দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানাই। দীপাবলিতে বাজির দাপটে অকালে ঝরে গেছে দুটি প্রাণ। একটি পাঁচ বছরের নিস্পাপ শিশু অন্যজন চল্লিশ বছরের খবরে প্রকাশে প্রাণঘাতী তুবড়ী তৈরী হয়েছে অবৈধ বাজি কারখানায়

আমরা এই দুটি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সদস্যদের সঙ্গে সমভাবে দুঃখিত। আর এই মৃত্যুর দায় অবশ্যই প্রশাসনকে নিতে হবে। কারণ নাগরিকের জীবন সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব সরকারের।

আবার মৃত্যু, এবার কাশ্মীরে কাজ করতে যাওয়া মুর্শিদাবাদের পাঁচ শ্রমিক জঙ্গীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। শোকাহত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাই।

সময়ের নিয়মে ১লা অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ দিবস এলো এবং চলেও গেল। কিন্তু প্রবীণদের জন্য কোন সরকারী নীতি ঘোষিত হলো না।

আমাদের সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বরিষ্ঠ নাগরিক অধিকার সচেতনতা সম্মেলন নির্ধারিত ২১শে ডিসেম্বর (২০১৯) অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিনিধিরূপে সম্মেলনে যোগ দিয়ে এই উদ্যোগকে অবশ্যই সাফল্যমন্ডিত করবেন। সবাই ভালো থাকুন।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in